এসো সুন্দর জীবন গড়ি

প্রথম খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

Academia Publishing House Ltd

Academia Publishing House Ltd

এসো সুন্দর জীবন গড়ি (প্রথম খণ্ড)
প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব ©
এপিএল ২০২৪

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ
আব্দুল্লাহ আল মারুফ

ISBN
978-984-35-5718-6

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
সব জিনিস যা তৈরি ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমি ১০

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহ ১২

চতুর্থ অধ্যায়
কৃতজ্ঞ হওয়া ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
সালাত (নামাজ) ১৮

সপ্তম অধ্যায়
নামাজের সময় ২০

অষ্টম অধ্যায়
নামাজ অনুশীলন ২২

নবম অধ্যায়
অভিবাদন ২৪

দশম অধ্যায়
ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ২৬

একাদশ অধ্যায়
সত্য কথা বলা ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
কাজ করার প্রচেষ্টা ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
সত্য বলার ফল ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
নামাজে মনোযোগ ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
নামাজে কৃতজ্ঞ হওয়া ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
সময়মতো নামাজ আদায় ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	২৮				
২	১৯				
৩	৩৪				
৪	১৯				
৫	৩৭				
৬	৩০				
৭	৩১				
৮	২৩				
৯	২৯				
১০	৪৫				
১১	১৭				
১২	১২				
১৩	১৯				
১৪	৪২				
১৫	২৯				
১৬	১২				

_____
অভিভাবকের স্বাক্ষর

_____
প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

'এসো সুন্দর জীবন গড়ি' বইটি চারটি খণ্ডে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে ১৬টি করে অধ্যায় রয়েছে, যা থেকে প্রতি স্কুলকোয়ার্টার-এ চারটি অধ্যায় পড়ানো সম্ভব। সপ্তাহে ৪০ মিনিটের ক্লাস হবে একটি অধ্যায়ের ওপর। শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে বাড়ির কাজ-এর সঠিক উত্তরসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক ১০ মিনিটের একটি পরীক্ষা নিবেন। শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই যাচাই করবে। প্রথম ১৫ মিনিট শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে একে অপরের বাড়ির কাজ যাচাই করবে। প্রতি স্কুল কোয়ার্টার-এ আটটি ক্লাস প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রত্যেক ক্লাসে একটি অধ্যায় পড়ানোর পর পরবর্তী সপ্তাহের ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং বাড়ির কাজ যাচাই করা হবে। শিক্ষক প্রতি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং মডেল উত্তর তৈরি করবেন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর করে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে কেন তারা প্রত্যাশিত নম্বর লাভ করতে পারলো না। শিক্ষক ক্লাসরুম ঘুরে ঘুরে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীর খাতা পরীক্ষা করে কোন জায়গায় সে নম্বর কম পাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করে দেওয়া।

এই বইয়ের পাঠ্যবিষয় এমনভাবে তৈরি, যাতে ছোটরা জীবনটাকে আল্লাহর অনবদ্য সৃষ্টি এবং ইসলামকে ঐ জীবনের বিধিবিধান হিসেবে বুঝতে ও আপন করে নিতে পারে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ছোটদের প্রশ্ন করতে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক যুক্তিতে উপনীত হয় সেজন্য শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষক কখনই তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে দিবেন না। শিক্ষার্থীরা আগে সমাধানের চেষ্টা করার পর শিক্ষক উত্তর দিতে পারেন। যে অধ্যায় পড়ানো হবে শিক্ষক সেই অধ্যায়ের প্রস্তুতি পূর্বেই নিয়ে রাখবেন। আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ আগেই লিখে রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন, যাতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক উত্তরের রূপক উদাহরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করবেন, যাতে ছোটরা চিন্তা করতে শিখে।

প্রতি অধ্যায়ে বিষয়, কাজ, ক্লাসের আলোচনা, প্রশ্ন, বাড়ির কাজ থাকবে। শিক্ষক পাঠ্যবিষয় আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শুরু করবেন। আলোচনাটি এভাবে প্রশ্ন দিয়ে শুরু হতে পারে – এই পাঠ্যবিষয়টিতে কী বোঝানো হয়েছে? ছোটরা আলোচনা করার পর তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার পর খাতাগুলো শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাহায্যে যাচাই করে নিজেরাই মূল্যায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের নম্বর দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষক নম্বরগুলো বইয়ের শুরুতে দেওয়া অগ্রগতির প্রতিবেদনে যোগ করে লিখবেন এবং তারিখসহ স্বাক্ষর দিবেন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে বাড়ির কাজগুলো একই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা যাচাই করাবেন।

বইটি লিখতে যেয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি আশা করি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও সেরকম আনন্দ অনুভব করবেন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার ক্ষমতা দান করুন।

ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

সব জিনিস যা তৈরি

নম্বর

বিপরীত পৃষ্ঠার তিন ধরনের ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখ। প্রত্যেকটির নিচে নাম লেখ।

ক্লাসে আলোচনা» যেসব জিনিস তুমি চিনো সেগুলোর ভেতর তিনটির নাম বলো, যার গতিশীল অংশ আছে, যা আমরা ব্যবহার করি এবং যা বৃদ্ধি পায়।

কাজ: নিচে একটি তালিকা তৈরি করো

- যার গতিশীল অংশ আছে
- যা আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি
- যা বৃদ্ধি পায় (৯)

যার গতিশীল অংশ আছে	যা আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি	যা বৃদ্ধি পায়

ক্লাসে আলোচনা» কিভাবে একটি জিনিস তৈরি হয়? কোনো জিনিস কী আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে?

কোনো গতিশীল অংশ আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে? যা আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি তা আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে? যেসব জিনিস বৃদ্ধি পায় তা কি আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে?

প্রশ্ন: উপরের তালিকাভুক্ত বস্তুগুলোর কোনটি নিজে নিজে তৈরি হতে পারে? (১)

প্রশ্ন: বালক ও বালিকারা নিজেরা কি নিজেদের তৈরি করতে পারে? (১)

প্রশ্ন: যদি তোমার উত্তর না-বোধক হয়, তবে তাদের কে সৃষ্টি করেছিল? (১)

প্রশ্ন: আল্লাহ কে? (১)

প্রশ্ন: তোমার নাম কী? তুমি কি একজন ছেলে নাকি একজন মেয়ে? (২)

প্রশ্ন: তুমি যে জিনিসটি তৈরি করতে পার তার নাম লিখ? কে তোমাকে এটি তৈরি করার ক্ষমতা দিয়েছেন? (২)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা দিয়ে জিনিস তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের দিয়েছেন। অতএব তিনি সমস্ত সৃষ্টিকর্তার _____ (১)

বাড়ির কাজ» নিচে যে ছক দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ১০টি জিনিসের একটি তালিকা তৈরি করো যা তোমার বাসায় আছে। এর মধ্যে মানুষ, আসবাবপত্র, যেসব জিনিস নিয়ে তুমি কাজ করো এগুলো অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধান্ত নাও এর মধ্যে যেগুলো সরাসরি আল্লাহ তৈরি করেছেন এবং যেসব তৈরি করার ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। (১০)

বাড়ির জিনিসপত্র	আল্লাহ যা সরাসরি তৈরি করেছেন	আল্লাহ যা সরাসরি তৈরি করেননি

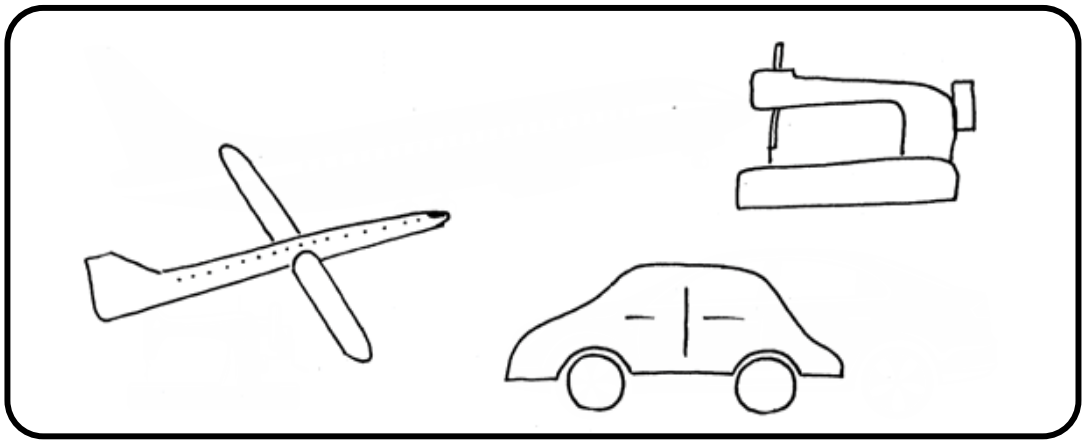

চিত্র: ১.১.১ যেসব বস্তুর গতিশীল অংশ আছে

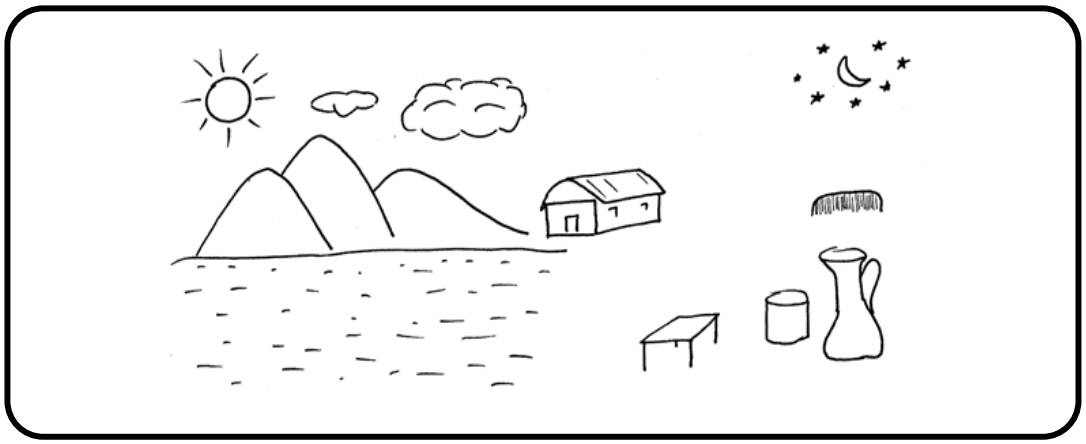

চিত্র: ১.১.২ যেসব বস্তু আমাদের প্রয়োজন এবং যা আমরা ব্যবহার করি

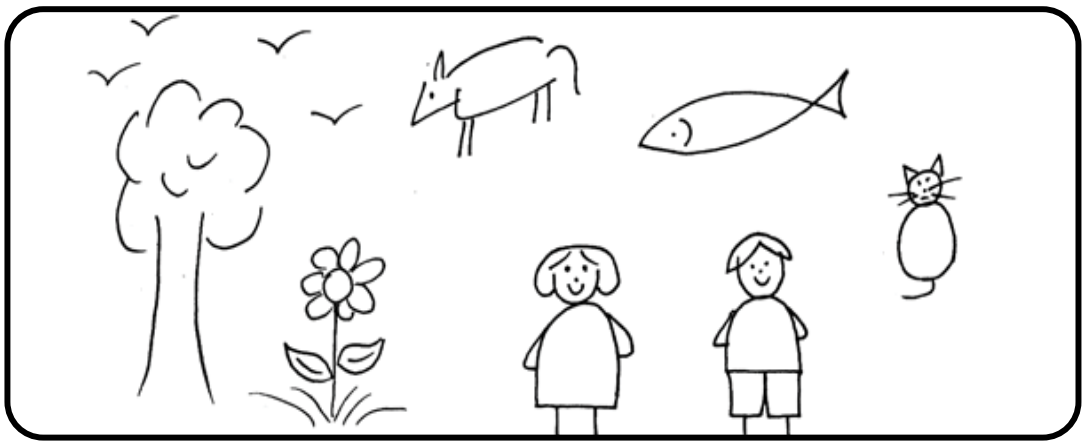

চিত্র: ১.১.৩ যা বৃদ্ধি পায়